দৈনিক ইত্তেফাক

সন্ধ্যাকালীন কোর্সের উদ্দেশ্য কী?

প্রকাশ : ০১ জুলাই ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

মো. জাহানুর ইসলাম

শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। মানুষ জন্মের পর থেকে মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন করে থাকে। শিক্ষা যেমন ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশের জন্য উৎসাহ দেওয়া তেমনি ব্যক্তিকে সমাজের একজন উৎপাদনশীল সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে যে দক্ষতা প্রয়োজন তা অর্জনে সহায়তা করে। সাধারণ অর্থে জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন করার নামই শিক্ষা। ব্যাপক অর্থে পদ্ধতিগতভাবে জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়াকেই শিক্ষা বলে। এক কথায় শিক্ষা হলো সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের অব্যাহত অনুশীলন। তবে মনে রাখতে হবে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য যেন কোনোভাবেই ব্যাহত না হয়। আজকের সমাজের সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন হচ্ছে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে তো? নাকি আমরা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছি ? অবশ্য এসব প্রশ্ন উত্থাপনের পেছনে অনেক কারণও আছে।

আজ থেকে কয়েক বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে চালু হয়েছিল সন্ধ্যাকালীন কোর্স যা এখনো বিদ্যমান আছে। এসব সন্ধ্যাকালীন কোর্স চালু করার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যাতে এসব কোর্সে ভর্তি হয়ে সর্বগুণে গুণান্বিত হয়ে মেধার দৌড়ে প্রতিযোগিতায় আরো বেশি এগিয়ে যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও বিষয়টিকে সেভাবেই চিন্তা করেছিল। সত্যিকার অর্থেই আজকের মতো ব্যবসায়িক চিন্তা থেকে এসব সন্ধ্যাকালীন কোর্সের শুরু হয়নি। কিন্তু হায়! আজ এর চরম ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। কিন্তু এ সকল সন্ধ্যাকালীন কোর্সে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে কি না তা নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যথা নেই। ফলে আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার ডিগ্রির প্রসার বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু গুণগত মানের শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না, শিক্ষার্থীরাও গুণগত মানের

শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, অভিযোগ আছে সন্ধ্যাকালীন কোর্স চালুর কারণে আমাদের দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমগুলো চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। নিয়মিত কোর্সগুলো ব্যাহত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকের নিকট নিয়মিত কোর্সের চেয়ে সন্ধ্যাকালীন কোর্স অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অবশ্য এর কারণও আছে। কেননা বর্তমানে সন্ধ্যাকালীন কোর্সে পড়ানোটা খুবই লোভনীয় একটি ব্যাপার। যিনি যত বেশি কোর্স নেন তিনি তত বেশি লাভবান হন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত পাঠদান অনেক শিক্ষকের কাছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনেকটাই গৌণ হয়ে পড়েছে।

আমাদের দেশটি খুবই ছোট্ট। প্রতি বছর কয়েক লাখ শিক্ষার্থী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে। কিন্তু সে অনুপাতে আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ কম। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রয়েছে চাহিদার তুলনায় প্রচুর আসন সংকট। ফলে অনেকেই এসএসসি ও এইচএসসিতে ভালো ফলাফল করা সত্ত্বেও ভালো ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায় না এবং বর্তমানেও একই অবস্থা বিরাজমান। কিন্তু ভালো প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা লাভের আগ্রহটা তাদের থেকেই গেছে। বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সন্ধ্যাকালীন কোর্স চালু করার ফলে তাদের অনেকেই নামমাত্র ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে টাকার বিনিময়ে নিয়মিত শিক্ষার্থীর দ্বিগুণ বা তারও বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ নিচ্ছেন এসব কোর্সে। সন্ধ্যাকালীন কোর্সে ভর্তি হওয়ার উদ্দেশ্য যতটা না উচ্চশিক্ষা লাভ, তার চেয়েও বেশি ডিগ্রি অর্জন। কেননা বর্তমানে অর্থনীতির ক্রমসম্প্রসারণে ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরির ক্ষেত্রে ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে একটি উচ্চতর ডিগ্রি। তাই দ্বিধাহীনচিত্তেই একথা বলা যায় যে, দু-একজন ব্যতিক্রম থাকলেও থাকতে পারে, তবে অধিকাংশই সন্ধ্যাকালীন কোর্সে ভর্তি হন উচ্চতর মানসম্মত শিক্ষা নয়, বরং উচ্চতর ডিগ্রি লাভের প্রত্যয়ে। সন্ধ্যাকালীন কোর্সে উচ্চশিক্ষার যে বেহাল দশা তাতে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় তা দ্বারা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে না। উচ্চশিক্ষার প্রসারে সান্ধ্য কোর্সের গ্র্যাজুয়েটদের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মর্যাদাহানি ঘটছে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মর্যাদা সমুন্নত রাখতে হলে এখন থেকে খুব গভীরভাবে সন্ধ্যাকালীন কোর্স নিয়ে ভাবতে হবে। প্রয়োজনে বৃহত্ স্বার্থের কথা চিন্তা করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে।

n **লেখক :শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।